বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চা (২০২৩):

ক্রম:	ইউনিট/কার্যালয় এর নাম	উত্তম চর্চার নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	ময়মনসিংহ রেঞ্জ	Beat Policing Digital Monitoring System (BPDMS) এবং Crime Investigation Digital Monitoring System (CIDMS)	প্রযুক্তির সহায়তায় অত্র রেঞ্জে Beat Policing Digital Monitoring System (BPDMS) চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিট অফিসারদের তাদের দায়িত্ব প্রাপ্ত বিট এলাকায় উপস্থিতি মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়াওCrime Investigation Digital Monitoring System (CIDMS) এর মাধ্যমে মামলার তদন্ত কার্যক্রম আরও স্বচ্ছতা ও নিখুঁতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে । এ পদ্ধতিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার মামলার তদন্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করতে পারছেন। এছাড়াও প্রত্যেক ঘটনায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দ্রুত মনিটরিং এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে সেবা প্রার্থী সাধারণ জনগণ উপকৃত হচ্ছেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২.		সিসিটিভি ক্যামেরা মাধ্যমে থানার কার্যক্রম মনিটরিং	অত্ররেঞ্জ কার্যালয়ের অত্যাধুনিক কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টারে স্থাপিত মনিটরের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে রেঞ্জাধীন সকল থানায় স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার সার্বিক কার্যক্রম, যেমন-ডিউটি অফিসারের সেবা প্রদান, হাজত খানায় থাকা আসামী, সেন্ট্রি পোষ্ট ইত্যাদি মনিটরিং করা হচ্ছে। এর ফলে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরী হয়েছে এবং পুলিশ সদস্যদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও থানার ডকুমেন্ট, রেজিস্টার, অস্ত্র গোলাবারুদ ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৩.		ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ টিম	ধর্ষণ বা নারীর প্রতি সহিংসতার সংবাদ পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন, ভিকটিম উদ্ধার, আলামত সংগ্রহ, জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ভিকটিমকে আইনি সহায়তা প্রদান করাসহ বিচারাধীন নারী নির্যাতন মামলার ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রতি সমন জারি, সাক্ষীদের (পুলিশ সাক্ষীসহ) বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন, আসামী গ্রেফতার এবং সর্বোপরি মামলার বাদী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ টিম" গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিম ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন স্কুল, কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে থাকে।
৪.		কোর্ট মালখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	অত্ররেঞ্জাধীন ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা জেলার আদালতে অবস্থিত কোর্ট মালখানায় অগোছালোভাবে রক্ষিত অতি পুরাতন মূলতবী আলামতসমূহের একটি সুনির্দিষ্ট ডেটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে যা আলামতসমূহের যথার্থতা রক্ষা ও সঠিক সময়ে আদালতে উপস্থাপনের ব্যাপারে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে।
৫.	রাজশাহী রেঞ্জ	অফিসার ইন চার্জ পদায়নে ব্যতিক্রমী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা অনুসরণ	থানার পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অফিসার-ইনচার্জকে অবশ্যই সততা, দক্ষতা ও প্রভাবমুক্ত থেকে পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী রেঞ্জে পেশাদার ও দক্ষ অফিসার-ইনচার্জ নির্বাচনের জন্য একটি নীতিমালার প্রনয়ণ করা হয়েছে। পুলিশ পরিদর্শকগণ রেঞ্জে যোগদানের পর তাদের জন্য নির্ধারিত সূচকের একটি মূল্যায়নক্রম তৈরী এবং ক্রমানুযায়ী শীর্ষে থাকা পরিদর্শকগণকে অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে বিভিন্ন থানায় পদায়ন করা হয়ে থাকে। এতে করে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীগণ সকল প্রকার প্রভাব ও তদবীর ছাড়াই পদায়নের জন্য বিবেচিত হতে পারছেন। নতুন সদস্য তালিকায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর এটি পুর্নঃমূল্যায়িত হয়ে থাকে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যোগ্য অফিসার ইনচার্জ পদায়নের প্রক্রিয়াটি অফিসার-ফোর্সের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি করেছে। আস্থা ও বিশ্বাস তৈরী হয়েছে যে, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে কাজ করলে এই রেঞ্জে মূল্যায়ন করা হয়। পদায়ন প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যে সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। ক) জেলার পুলিশ সুপারগণ ০৬(ছয়) মাস অন্তর ৯০(নব্বই) নম্বরের উপর মূল্যায়িত কপিটি রেঞ্জ ডিআইজির নিকট প্রেরণ করেন। খ) শতকরা ৫০ ভাগ নম্বরের উর্ধ্বে প্রাপ্ত পরিদর্শকগণকে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উপস্থিত হতে হয়। গ) ডিআইজি, ০৩ জন অ্যাডিশনাল ডিআইজি, ডিআইজি কার্যালয়ের পুলিশ সুপারগণের সমন্বয়ে গঠিত ০৭(সাত) সদস্যের বোর্ড উক্ত মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। ঘ) বোর্ডের সকল সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে নির্বাচিত অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগ্য পরিদর্শকগণের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ঙ) অফিসার ইনচার্জ পদের শূন্যতার ভিত্তিতে উক্ত তালিকার ক্রমানুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার তাদের পদায়ন করে থাকেন। **অফিসার ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা-২০২০ 'ছক'** ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

ক্রমিক নং	পুলিশ পরিদর্শকদের নাম, বিপি নং, নিজ জেলা, জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান কর্মস্থল	বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)		বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-৩৫)			পেশাগত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৩৫)				অন্যান্য যোগ্যতা (পূর্ণ নম্বর-১০)		পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রদত্ত মোট	সামগ্রিক মূল্যায়ণ (ডিআইজি) (পূর্ণ	মোট প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
		বয়স (পূর্ণ নম্বর-৫)	শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-৫)	ধীশক্তি ও মানসিক তৎপরতা (পূর্ণ	শৃঙ্খলা ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য	আর্থিক আসক্তি (পূর্ণ নম্বর-১৫)	ওসি হিসাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা (পূর্ণ নম্বর-	নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনা	জনগণের সাথে মেশার সক্ষমতা (পূর্ণ	পুলিশি কাজে পেশাদারিত্ব (পূর্ণ নম্বর-	ICT (কম্পিউটার জ্ঞানসহ CDMS, CIMS & PIMS) এর দক্ষতা (পূর্ণ	পুরস্কার ও দণ্ড (পূর্ণ নম্বর-৫)				

৬.	বগুড়া জেলা	সাক্ষী হাজির করন ও মামলায় সাজার হার বৃদ্ধি	কোর্টে সাক্ষী হাজির করনের জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। সাক্ষী হাজিরে গাফিলতি থাকলে কোর্ট ইন্সপেক্টর এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমন তামিলকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হয়। এতে করে সাক্ষী হাজিরের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দানের পূর্বে ব্রিফিং করা হয় ফলে মামলায় মামলার সাজার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
৭.	বরিশাল রেঞ্জ ভোলা জেলা	কেস ডকেট পর্যালোচনা কমিটি	পুলিশ সুপার, ভোলা এর নির্দেশনায় নির্ভুল ডকেট প্রস্তুত ও মামলার সাজা'র হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), ভোলা এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সার্কেল এবং কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট , ভোলাদের নিয়ে কেস ডকেট পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি নিয়মিত মামলার ডকেট পর্যালোচনা করতঃ কোর্টে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য যথাযথভাবে ডকেট প্রেরণ করা হয়।
৮.		স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন ও সচেতনতা সভা	ভোলা জেলার থানা এলাকার প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম চলমান হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতনতা করার লক্ষে প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং সভা করা হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাল্য বিবাহ, জঙ্গি, মাদকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবারিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ও অপরাধ সংক্রান্তে তথ্য আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
৯.		সিডিএমএস ++	ভোলা জেলার অফিসারগন বিভিন্ন সময়ে থানা আকস্মিক এবং সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনকালে থানায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ ও অন্যান্য অফিসারদের জিডি ও জিডি অটোমেশন সিস্টেম (সিডিএমএস++) সফটারওয়্যার আপডেট এবং যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে পরিদর্শন বহিতে নোট দেয়া হয় এবং সার্বক্ষণিক অটোমেশন সিস্টেম (সিডিএমএস++) সফটওয়্যার আপডেট রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়। জিডি অটোমেশন এর ফলে জনসাধারণ খুব সহজেই তাদের কাঙ্খিত সেবা পেয়ে থাকে। ভোলা জেলা পুলিশ উক্ত জিডি ও জিডি অটোমেশন সিস্টেম (সিডিএমএস++) সফটওয়্যার সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা সভায় জনসাধারনকে বুঝাচ্ছে। এছাড়াও এ সংক্রান্তে অফিসার ও ফোর্সদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভোলা জেলা পুলিশ উক্ত বিষয়ে অধিক তৎপর রয়েছে।
১০.	নড়াইল জেলা	**আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান এবং আত্মহত্যা হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণঃ**	নড়াইলে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি। প্রতি মাসে ৭/৮ জন আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করছে। এসব আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিট অফিসারদের দ্বারা আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কিত Questionnaire এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আত্মহত্যা হ্রাসে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিটি থানায় স্কুল-কলেজে সচেতনামূলক আলোচনা সভা এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অভিভাবক ও তাদের সন্তানদের আত্মহত্যা রোধে সচেতন করা হচ্ছে
১১.	চুয়াডাঙ্গা জেলা	পিএম রিপোর্ট/এমসি সংগ্রহ	পিএম রিপোর্ট/এমসি দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য অত্র জেলায় হাসপাতাল-১ নামে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা প্রত্যেক রোগীর বিষয়ে খোঁজ রাখা এবং পুলিশ কেস হলে তার রিপোর্ট প্রদান করা। এর বাইরে পিএম রিপোর্ট/এমসি যাতে দ্রুত সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে কথা বলা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১২.	কুড়িগ্রাম জেলা	**ক্রাইম প্রিভেনশন ক্লিনিক**	কুড়িগ্রাম জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপার কুড়িগ্রামের সভাপতিত্বে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার

			(সিনিয়র সহকারী জজ), সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি গণের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে আইনী সেবা প্রদান ও আপোষ মিমাংসার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৩.	ঢাকা রেঞ্জ	অপরাধ রোধকল্পে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা	ঢাকা রেঞ্জাধীন সকল জেলার বিভিন্ন মসজিদে জুম'আ নামের প্রাক্কালে মুসল্লিদের সাথে মাদক, জঙ্গীবাদ, যৌন হয়রানি, কিশোর গ্যাং, বাল্যবিবাহ, জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ সংক্রান্তে, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, চোর ছিনতাইকারী, সাইবার ক্রাইম ও কোনো গুজবে কান না দেওয়ার বিষয়ে মত বিনিময় করে থানা ও জেলার ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।
১৪.	ফরিদপুর জেলা	গ্রেফতারী পরোয়ানা অনলাইন এন্ট্রি	এ্যাপসের মাধ্যমে গ্রেফতারী পরোয়ানা অনলাইন এন্ট্রি প্রদান কর হয়। যার ফলে নতুন ওয়ারেন্ট ইস্যু, তালিকা প্রণয়ন ও তামিলের দৃশ্যমান অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন অফিসার মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে তার ওয়ারেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম যে কোন জায়গা থেকে সম্পাদন করতে পারেন।
১৫.	গোপালগঞ্জ জেলা	পিআরএল-এ গমনকারী পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী প্রদান	প্রতি মাসের কল্যাণ সভায় জেলা হতে পিআরএল-এ গমনকারী পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে বাংলাদেশ পুলিশের স্মৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট/সদনপত্র ও উপহার প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৬.	মৌলভীবাজার জেলা	প্রবাসী কল্যাণ সেল স্থাপন	মৌলভীবাজার জেলার প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আইনগত সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে পুলিশ অফিসে প্রবাসী কল্যাণ সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেলের জন্য গত গত অক্টোবর /২৩ থেকে একটি পৃথক মোবাইল নম্বর হটলাইন হিসেবে রাখা হয়েছে। এখন প্রবাসীরা সরাসরি মোবাইল ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন।
১৭.	চট্টগ্রাম রেঞ্জ	Digital Lab SMS Service	ই-পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের হয়রানি লাঘব এবং প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Digital Lab SMS Service চালু করা হয়েছে। Digital Lab SMS Service ই-সেবা এর মাধ্যমে কোন একটি পাসপোর্ট এর ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত তথ্য ডিএসবিতে আসা মাত্র সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর মোবাইল ফোনে একটি SMS/ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হয়। যেখানে Sender হিসেবে ক্ষুদে বার্তাতে লেখা থাকবে জেলার নাম। উক্ত ক্ষুদে বার্তায় প্রার্থীর আবেদনটি তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকে। অপরদিকে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় পর প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে পুনরায় আরোও একটি SMS/ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হয়। ক্ষুদে বার্তায় প্রার্থীর আবেদনটির তদন্ত সম্পন্ন হয়ে পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে পজিটিভ/নেগেটিভ মতামত আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রেরণ করা হয়। যার ফলে একজন ই-পাসপোর্ট আবেদনকারী তার আবেদনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।
১৮.	ডিএমপি	Suspect Identification and Verification System (SIVS++)	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), বাংলাদেশ পুলিশের সর্ব বৃহৎ অপারেশনাল ইউনিট। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা মহানগর এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং দমণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যক। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ধৃত অপরাধীদের ডেটাবেজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে তৎকালীন পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম (পিআরপি) এর সহায়তায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি থানায় ক্রিমিনাল আইডেন্টিফিকেশন এ্যান্ড ভ্যারিফিকেশন সিস্টেম (সিআইভিএস) নামে লঞ্চ করা হয়। এখন পর্যন্ত ডাটাবেজটিতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক সাসপেক্ট এর ফিঙ্গার প্রিন্ট সংরক্ষিত আছে। কিন্তু উক্ত সফটওয়্যারটির আপডেটজনিত কিছু সমস্যার কারণে থানা পর্যায়ে পরিচালনা করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো যেমন- ইনস্টলেশন, অপারেশন ও মেইন্টেইন্যান্স হ্যাজার্ড ইত্যাদি। উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে যুযোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপগ্রেড করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত পুলিশ কমিশনার এর নির্দেশনায় যুযোপযোগী প্রযুক্তি, অপরাধের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সংযোজন করে নতুন আঙ্গিকে অপরাধের স্থান, অপারাধের উপাদান এবং অপরাধের ধরণসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিন্যাস্ত করে আপগ্রেডেশন করা হয়, যা এসআইভিএস++ নামে নামকরণ করা হয়েছে।
১৯.	এসএমপি, সিলেট	ট্রাফিক এডুকেশন নেটওয়ার্ক (TEN) Logo	স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের ট্রাফিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমপি'র ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক নভেম্বর/২০২০ খ্রি. হতে ট্রাফিক এডুকেশন নেটওয়ার্ক (TEN) এর কর্যক্রম শুরু হয়। ট্রাফিক আইন কানুন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ১০টি নিয়মাবলি ও (TEN) এর (Logo) সম্বলিত একটি প্লেকার্ড সিলেট মহানগরীর স্কুল ও কলেজের মূল গেইটের সুবিধাজনক স্থানে প্রর্দশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিলেট মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক প্রতিনিধি প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচিতনতামূলক কার্যক্রম অব্যহত আছে।
২০.	আরএমপি, রাজশাহী	স্মার্ট ফুড ক্যারিয়ার ভ্যান	গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. শহরের বিভিন্ন স্থানে ডিউটি পোস্টে দায়িত্বরত আরএমপি'র পুলিশ সদস্যদের গরম ও মান সম্মত খাবার পৌছে দেবার জন্য স্মার্ট ফুড ক্যারিয়ার ভ্যান এর উদ্ভোধনী করেন আরএমপি'র পুলিশ কমিশনার বিপ্লব বিজয় তালুকদার। ডিউটিরত পুলিশ সদস্যদের খাবার পরিবহন ও পরিবেশনের প্রচলিত পদ্ধতি যথেষ্ট আধুনিক ও মানসম্মত না হওয়ায় পুলিশ কমিশনার মহোদয় এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যে সকল অফিসার ও ফোর্স মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্ন স্থানে ডিউটিতে নিয়োজিত থেকে খাবার গ্রহন করেন তারা এই সুবিধার আওতায় আসবেন। স্মার্ট ক্যারিয়ার ভ্যানে খাবার যেমন গরম থাকবে

			তেমনি খাবারের মান থাকে অটুট এবং ধূলাবালিমুক্ত।
২১.	কেএমপি, খুলনা	জরিমানার চার্ট প্রস্তুত পূর্বক দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন	সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ অনুযায়ী জরিমানার চার্ট প্রস্তুত পূর্বক নগরীর দৃশ্যমান বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।
২২.	সিএমপি, চট্টগ্রাম	দীর্ঘদিন মুলতবী থাকা মামলা/অপমৃত্যু মামলা নিষ্পত্তি এবং তদন্তের জন্য সময় নির্ধারিত থাকা মামলা নিষ্পত্তিকরণ।	থানায় দীর্ঘদিন মুলতবী থাকা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মাদক ভিসেরা ডিএনএ ও বিস্ফোরক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত দ্রুত সংগ্রহ করে মামলা নিষ্পত্তির জন্য থানার সকল অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মাদক মামলার ক্ষেত্রে আসামী ফরোয়াডিং এর সাথে জব্দ তালিকা ও আলামত রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য আবেদন কোর্টে প্রেরণ পূর্বক ক্ষমতাপত্র সংগ্রহ করে দ্রুত সিআইডি, দামপাড়া চট্টগ্রাম বরাবরে প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে মামলা নিষ্পত্তি হওয়া সহ মামলার জটিলতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অপরাধীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা যাচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের সুফল জনগন ভোগ করছে এবং জনমনে পুলিশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২৩.	সিআইডি, ঢাকা	ঘটনা স্থলে দ্রুততার সাথে ক্রাইমসিন ভ্যানের উপস্থিতি	অপরাধ সংঘটন স্থলে ক্রাইমসিনের সঠিক সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী হওয়ায় ঢাকা সহ সকল বিভাগীয় ও কতিপয় জেলা শহরে সিআইডি'র ক্রাইমসিন ভ্যান সর্বদা প্রস্তুত থাকে। অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পাওয়া মাত্রই ক্রাইমসিন ভ্যান প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও জনবল নিয়ে ঘটনা স্থলে দ্রুততার সাথে উপস্থিত হয়।
২৪.		দ্রুততার সাথে ফরেনসিক তথ্য প্রদান	সিআইডি নিয়ন্ত্রনাধীন ডিএনএ ল্যাব, হস্তলিপি, অঙ্গুলাংক, পদচিহ্ন, অনুবিশ্লেষণ, ব্যালেস্টিক শাখা, আইটি ফরেনসিক, ফটোগ্রাফি, জালনোট, মেকিমুদ্রা ও ফরেনসিক রাসায়নিক ল্যাব বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদানের মাধ্যমে সারাদেশে মামলার সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত তদন্তে সহায়তা করে। উল্লেখ্য যে, ভিসারা রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে রাসায়নিক ল্যাব সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপারকে অনুলিপি ও অবগতি পত্র প্রদান করে থাকে।
২৫.		অপরাধী ও মৃত দেহ সনাক্তকরণে AFIS এর ভূমিকা	মে ২০১০ সালে সিআইডির AFIS শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ করে যাচ্ছে। অপরাধী ও ব্যক্তি সনাক্তকরণে ফিঙ্গারপ্রিন্টের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন মৃত ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ আফিস ডাটা বেজে সংরক্ষিত থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে আফিস ডাটাবেজ থেকে সনাক্তকরণ সম্ভব। ফরেনসিক বিভাগের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অভিবাসন প্রত্যাশী বাংলাদেশীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণপূর্বক চাহিদা মোতাবেক দ্রুত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। জানুয়ারি/২০২৩ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৪৫ ব্যাক্তিকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করা হয়। অভিবাসী ব্যক্তিদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সরবরাহ বাবদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক কোড নং-১-২২০১-০০০১-২৬৮১ তে ট্রেজারী চালান মুলে নভেম্বর ২০২৩ সনে ৯৯,১০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোবাইল ডিভাইস দিয়ে বাংলাদেশের যে কোন জায়গা থেকে সরাসরি VFAN (Verifying Finger Print from AFIS and NID) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
২৬.		সুরতহাল প্রস্তুত করণে মোবাইল Apps চালু	সুরতহাল প্রস্তুত করণের কাজে ব্যবহারের জন্য নতুন একটি মোবাইল Apps তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। এতে মৃত দেহের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হবে। ফলে মামলা তদন্তের কার্যক্রমের আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী ভূমিকা রাখবে।
২৭.		পাচারকৃত অর্থ ও সম্পত্তি অনুসন্ধানে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা	বাংলাদেশ হতে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও সম্পত্তি বিষয়ে তথ্য পেতে এবং উক্ত অর্থ ও সম্পত্তি দেশে ফেরত আনতে MLAR (Mutual Legal Assistance Request), মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ এর From-5 এবং LOR (Letter of Rogatory) এর মাধ্যমে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত নিয়মিত তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে।
২৮.		ABIS (Automated Ballistic Identification System)	সিআইডি সদর দপ্তরে ৫টি ABIS Work station সহ সেন্ট্রাল ABIS আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্যলিস্টিকস আলামত যেমন: ফায়ার্ড কার্তুজ ও ফায়ার্ড বুলেট এর বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা কার্যক্রম এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ইমেজ সংরক্ষণের মাধ্যমে অপরাধী সনাক্তে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। এছাড়া বাংলাদেশের সকল লাইসেন্সকৃত অস্ত্র, লাইসেন্সধারী ব্যক্তির তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে National Firearms Fingerprint Data Bank তৈরির লক্ষ্যে Info PGT নামে একটি সফটওয়্যারের পরীক্ষামূলক কাজ চলছে। এ সফটওয়্যারে লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের তথ্যাদি (লাইসেন্স নম্বর, আগ্নেয়াস্ত্রের ধরণ, আগ্নেয়াস্ত্রের নম্বর, কোন দেশের তৈরী, ক্যালিবার ইত্যাদি), লাইসেন্সধারী ব্যক্তির তথ্যাদি (ব্যক্তির নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, পেশা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ইত্যাদি), আগ্নেয়াস্ত্র হতে টেস্ট ফায়ার্ড অবজেক্ট এর তথ্যাদি (ফায়ার্ড বুলেট, ফায়ার্ড কার্তুজ কেস) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে (১) এসবিবিএল (২) ডিবিবিএল (৩) শটগান (৪) পিস্তল (৫) রিভলবার (৬) রাইফেল এই ছয় ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রায় ৫২,০০০ গান লাইসেন্সর তথ্য ও গান মালিকের তথ্যাবলী Info PGT সফটওয়্যার ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এতদ্ব্যতীত নতুন অস্ত্র ক্রয়ের সাথে সাথে সেই অস্ত্র দিয়ে ফরেনসিক ল্যাবে টেস্ট ফায়ার করে অস্ত্রের ফায়ারিং পিন ও ব্যারেলের ইমেজ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে সকল বৈধ অস্ত্রের তথ্যাদি একটি ডিজিটাল ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অস্ত্রের ফিঙ্গার প্রিন্ট সংরক্ষণপূর্বক এর যে কোন অবৈধ ব্যবহার সনাক্ত করা সম্ভব হয় যা গুরুত্বপূর্ন মামলার রহস্য উদঘাটনে প্রভূত সহায়তা করছে। সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রের মালিকানা এবং ক্রয় বিক্রয়ের রেকর্ড উক্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা গেলে তা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের

			সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করবে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় শাহজাহানপুর থানার মামলা নং ১৮ তারিখ: ২৫/০৩/২০২২ ধারা: ৩০২/৩০৭/৩২৬/৩৪ পেনাল কোড এ গত ১৯/০৫/২০২২ ও ১৯/০৯/২০২২ তারিখে আগ্নেয়াস্ত্রের আলামত এবং কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৭৭/১১৮১, তারিখ-২৪/১১/২০২১ইং, ধারা-১৪৩/৪৪৭/ ৪৪৮/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ পেনাল কোড-১৮৬০ মামলাদ্বয়ের আলামত ABIS এর মাধ্যমে ফরেনসিক করে স্বল্প সময়ে অপরাধী সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
২৯.	নৌ পুলিশ	বোট মিউজিয়াম হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৌকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করা।	নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চরের ঐতিহ্যবাহী নৌকায় তথ্য সম্বলিত রেপ্লিকা রয়েছে। ফলে নবাগত সকল নৌ পুলিশ সদস্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চরের নৌকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ কওে এবং কর্মক্ষেত্রে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে। এছাড়াও নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রক্ষিত তথ্য সম্বলিত এসব নৌকার রেপ্লিকা ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌযানের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।
৩০.	র‍্যাব	সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও জনসেবা প্রদান	বিদেশ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সাইবার অপরাধী মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, র‍্যাব সাইবার মনিটরিং সেল (আরসিএমসি) এর মাধ্যমে তাদের সার্বক্ষনিক মনিটরিং এর পাশাপাশি সনাক্ত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য র‍্যাবের গোয়েন্দা নজরদারী/অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাইবার হুমকি/অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সহ হারানো মোবাইল উদ্ধার পূর্বক মালিকের কাছে হস্তান্তরকরণ অব্যাহত আছে।
৩১.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ	বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি রোধকরণ	শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অসন্তোষ সৃষ্টি হলে নতুন কাঠামোতে বেতন বৃদ্ধি করা হয়। যে সকল বাড়িতে শ্রমিকরা ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে থাকে, সে সকল বাড়ির মালিক যেন বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করতে না পারে সেই জন্য বাড়ির মালিক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের সকল ইউনিটসমূহ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি রোধকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।
৩২.	এন্টিটেররিজম, ইউনিট	"Inform ATU" অ্যাপস্ এবং Hotline numbers	"Inform ATU" অ্যাপস্ এবং Hotline numbers এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশর অভিযোগ গ্রহন ও সেবা প্রার্থীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৩৩.		জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতারকৃত ও জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীদের ডাটবেজ	জঙ্গি সক্রান্ত বিভিন্ন মামলার আর্কাইভ তৈরি, প্রোফাইল তৈরি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ সংক্রান্ত রুজুকৃত মামলা সমূহের তালিকা প্রস্তুত ও তথ্য হালনাগাদকরণ। জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ সংক্রান্ত মামলা সমূহে গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত আসামীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক ডাটাবেজ হালনাগাদ ও নজরদারী বৃদ্ধিকরণ।
৩৪.	পিবিআই, ঢাকা	নিখোঁজ জিডি অনুসন্ধান	নিখোঁজ জিডি'র তদন্ত পিবিআই এর অন্যতম বেস্ট প্র্যাকটিস। দেশে সকল জেলা/মেট্রোতে নিখোঁজ সংক্রান্তে যে জিডি লিপিবদ্ধ করা হয়, পিবিআই সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে। সাফল্যের সাথে নিখোঁজ জিডির তদন্তে পিবিআই যশোর জেলা ইউনিট কঙ্কালের সন্ধান পায় এবং তার ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় সনাক্তকরণ সহ ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয় যা পিবিআই এর একটি বড় সাফল্য।
৩৫.		সিআর মামলার ভিকটিম উদ্ধার	ভিকটিম উদ্ধার পিবিআই এর অন্যতম বেস্ট প্র্যাকটিস। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় আদালতে দায়েরকৃত সিআর মামলায় পিবিআই তথ্য-প্রযুক্তি ও এনালগ মাধ্যম অবলম্বনে সাফল্যের সাথে ৫৭৭ জন ভিকটিম উদ্ধার করেছে। সিআর মামলায় ভিকটিম উদ্ধারে পিবিআই পথিকৃৎ।
৩৬.		আদালতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন	পাওয়ারপয়েন্ট এর মাধ্যমে মামলার পুরো ঘটনা ২/৩ মিনিটে চিত্রায়িত করা পিবিআই এর অন্যতম ইনোভেশন। ইতোমধ্যে ৩০ বছরের পুরানো সগিরা মোর্শেদ এবং ফেনীর নুসরাত রাফি হত্যা মামলার সার সংক্ষেপ পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে আদাসতে উপস্থাপন করে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে পিবিআই।
৩৭.	২-এপিবিএন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	সার্ভিলেন্স কার্যক্রম	(ক) ইন্টেলিজেন্স টিম গঠন। (খ) থানাভিত্তিক স্পেশাল এজেন্টের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা।
৩৮.	৮-এপিবিএন, কক্সবাজার	সেবা প্রত্যাশীদের (রোহিঙ্গা নাগরিক) সাথে আচরণ	অত্র ইউনিটের অফিসার ও ফোর্সগণ যাতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার (রোহিঙ্গা) নাগরিকগণের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন সে সম্পর্কে নিয়মিত ব্রিফিং করা হচ্ছে। যথাযথ গুরুত্বসহকারে তাদের সমস্যা সমাধানে এপিবিএন সদস্যরা কাজ করছে।
৩৯.	১৩-এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা	যাত্রীসেবা নিশ্চিত করণ	অত্র ব্যাটালিয়নের একটি Public Adress System এর মাধ্যমে বিমানবন্দরে আগত যাত্রীদের সেবা প্রদান এবং সিসিটিভি মনিটরিং এর মাধ্যমে বিমানবন্দরে যানজট কিংবা যাত্রীদের ভিড় পরিলক্ষিত হলে যাত্রীরা যাতে হয়রানীর শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া যাত্রী/সহযাত্রীর ব্যাগ, লাগেজ বা কোন মালামাল চুরি/হারিয়ে গেলে তা সিসিটিভি ফুটেজ এর মাধ্যমে উদ্ঘাটন করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে।